✡ পক্ষ, সপক্ষ, বিপক্ষ :

অনুমিতি জ্ঞানে তিনটি বিষয় থাকে। পক্ষ, সাধ্য এবং হেতু। পর্বত বহ্নিমান। যেহেতু তাতে ধূম আছে। এই অনুমিতিতে পর্বত পক্ষ, বহ্নি সাধ্য এবং ধূম হেতু। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে পক্ষের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন— "সন্দিগ্ধ সাধ্যবান্ পক্ষঃ" অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় থাকে সেই অধিকরণকে পক্ষ বলে। উক্ত অনুমানে পর্বত পক্ষ, যেহেতু অনুমানের পূর্বে পর্বতে সাধ্য বহ্নির সন্দেহ হয়। পর্বতে বহ্নি আছে কিনা— এরূপ সন্দেহ থাকাতে পর্বত পক্ষ হয়। যেখানে সাধ্যটি সন্দিগ্ধ তাকে পক্ষ বলে — এটি প্রাচীন মত। এজন্য প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা বলেন যে বস্তুসম্পূর্ণ অজ্ঞাত তার সিদ্ধির জন্য ন্যায় প্রবৃত্ত হয় না। যে বস্তু সংশয়িত অর্থাৎ সন্দিগ্ধ তার সিদ্ধির জন্যই ন্যায় প্রবৃত্ত হয়। পর্বতে বহ্নি আছে কিনা— এরূপ সন্দেহের বিষয়ীভূত বহ্নির সিদ্ধির জন্যই ন্যায়বাক্যের প্রয়োগ করা হয়। তাই তাঁদের মতে সন্দিগ্ধ সাধ্যবানকে পক্ষ বলা সঙ্গত।

কিন্তু পক্ষের এই লক্ষণ অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। সেজন্য অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় পূর্বপক্ষের যুক্তি বিচার করেছেন। সাধ্য সম্পর্কে কোন সন্দেহ না থাকলেও নির্দিষ্ট অধিকরণে অর্থাৎ পক্ষে সাধ্য নির্ণয় করা হয়। বেদবাক্য থেকে আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। ঐ জ্ঞান কোন সংশয় থাকে না। কিন্তু তবু শ্রবণের পর মনন করতে হয়। অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধে অনুমিতি করতে হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, যেসব ক্ষেত্রে সাধ্য সন্দেহ নেই সেইসব ক্ষেত্রে এই লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ হচ্ছে; তেমনি প্রত্যক্ষের বেলাতেও দেখা যায় যে, যে ক্ষেত্রে বহ্নির প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, সেক্ষেত্রেও ইচ্ছা করলে বহ্নি বিষয়ক অনুমিতি উৎপন্ন হতে পারে, বহ্নির প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে, সুতরাং বহ্নি আছে কিংবা নেই— এরূপ কোন সংশয়ই থাকতে পারে না। অথচ শুধু ইচ্ছার দ্বারাই বহ্নির অনুমিতি হচ্ছে। সুতরাং এই লক্ষণে ঐ অব্যাপ্তি দোষ হচ্ছে।

এই আপত্তির উত্তরে অন্নংভট্ট বলেন অনুমিতির লক্ষণ ব্যাখ্যায় যে পক্ষতার কথা বলা হয়েছে, সেই পক্ষতার আশ্রয়ই পক্ষ। অনুমিতির লক্ষণ ব্যাখ্যায় অন্নংভট্ট সংশয়ান্তর প্রত্যক্ষ থেকে অনুমিতির . . . . পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য পক্ষতার ভূমিকা আলোচনা করেছেন। সেখানে সিষাধয়িষার অভাবে বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাবকে পক্ষতা বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে এরূপ সিদ্ধি যেখানে থাকবে না তাই পক্ষ। যে দুটি অব্যাপ্তি স্থলের আপত্তি করা হয়েছে, ঐ উভয়ক্ষেত্রে সিদ্ধি থাকা সত্ত্বেও সিষাধয়িষা আছে। তাই কেবল সাধ্য সিদ্ধি

অভাবই পক্ষতা নয়। সিদ্ধির অভাবের সঙ্গে যদি সিধাধিইয়া না থাকে তবে পক্ষতা উপপন্ন হয়। এই রূপ পক্ষতার আশ্রয়ই পক্ষ রূপে জ্ঞেয়।

সপক্ষঃ পক্ষের লক্ষণ নির্ণয়ের পর অন্নংভট্ট সপক্ষ ও বিপক্ষের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। পক্ষের সাধ্য নির্ণয়ের জন্য যে অনুমান প্রয়োগ করা হয় সেটি ব্যাপ্তি নির্ভর। যে হেতুর দ্বারা সাধ্য প্রতিপাদন করা হয় সাধ্যের সাথে সেই হেতুর নিয়ত সাহচর্য রূপ ব্যাপ্তিকে সাধ্যে পূর্বে অবশ্যই কোথাও জানা প্রয়োজন। যে অধিকরণে এই ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হয়, সাধ্যের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান যেখানে থাকে তাকে সপক্ষ বলে। অন্নংভট্ট সপক্ষের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন "নিশ্চিত সাধ্যবানসপক্ষঃ।" ধূম হেতুর দ্বারা যখন পর্বতে সাধ্য বহ্নির অনুমান করা হয় তখন পক্ষ পর্বত, সপক্ষ রান্নাঘর, যজ্ঞশালা প্রভৃতি। কারণ রান্নাঘর প্রভৃতি স্থানে পূর্বে সাধ্য বহ্নির অস্তিত্ব বহুবার দৃষ্ট হয়েছে। বস্তুতঃ যেখানে অন্বয় ব্যাপ্তি গৃহীত হয় সেটি সপক্ষ।

বিপক্ষঃ অন্নংভট্ট বিপক্ষের লক্ষণে বলেছেন — "নিশ্চিত সাধ্যাভাববান বিপক্ষঃ।" যেখানে সাধ্যের অভাব নিশ্চিতরূপে বর্তমান সেটি বিপক্ষ। যেমন- সাধ্য বহ্নি কখনো হ্রদ প্রভৃতি জলাশয়ে থাকে না। অতএব হ্রদ প্রভৃতি সাধ্য বহ্নির বিপক্ষ। ~~হেতুর ব্যাতিরেক বহ্নির বিপক্ষ~~। হেতুর ব্যতিরেক ব্যাপ্তির নির্ধারণের ক্ষেত্রেই বিপক্ষ।